তেলেঙ্গানা রাজ্য এবং অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্যের জন্য হায়দরাবাদের উচ্চ আদালত, রেজিস্ট্রার জেনারেলের এর মাধ্যমে এবং আরেকজন ইত্যাদি,

বনাম

পি. মুরালি মোহানা রেড্ডি এবং অন্যরা ইত্যাদি

(২০১৯ সালের দেওয়ানি আপিল নম্বর ৭৩-৭৪)

জানুয়ারী ২৫, ২০১৯

[বিচারপতিদ্বয়, এ. কে. সিক্রি এবং এস. আব্দুল নাজির]

অন্ধ্রপ্রদেশ বিচারিক সেবা বিধিমালা, ২০০৭--বিধি ৬--নিয়মিতভাবে অ্যাডহক বিচারকদের আত্মসাৎকরণ--ব্রিজ মোহন লাল মামলায় সুপ্রিম কোর্ট নিয়মিতভাবে অ্যাডহক বিচারকদের আত্মসাৎকরণের পদ্ধতি ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে--এতে যোগ্যতা পরীক্ষার পাশাপাশি মৌখিক মৌখিক পরীক্ষাও অন্তর্ভুক্ত ছিল--তদনুসারে, আপিলকারী-হাইকোর্ট পরীক্ষার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করে এবং যোগ্যতা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করে এবং সাক্ষাৎকারও পরিচালনা করে--চারজনই লিখিত পরীক্ষায় প্রয়োজনীয় ন্যূনতম ৪০ শতাংশ/৩৫ শতাংশ যোগ্যতা অর্জন করেছিল--তবে, তাদের মধ্যে কেউই মৌখিক মৌখিক মৌখিক পরীক্ষায় ৪০ শতাংশ/৩৫ শতাংশ নম্বর অর্জন করেনি--উপরন্তু, তাদের মধ্যে কেউই লিখিত লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক মৌখিক মৌখিক পরীক্ষায় ৪০ শতাংশ/৩৫ শতাংশ নম্বর অর্জন করেনি--উত্তরদাতাদের নিয়মিত আত্মসাৎকরণের জন্য যোগ্য বলে মনে করা হত না--বিবাদীদের রিট পিটিশন--ব্রিজ মোহন লাল মামলাটি ভাইভা কণ্ঠে যোগ্যতার নম্বর উল্লেখ করে না এবং আরও উল্লেখ করে যে বিজ্ঞাপন অনুসারে বা নিয়ম অনুসারে ভাইভা ভোসে পরীক্ষায় ন্যূনতম যোগ্যতা অর্জনের জন্য কোনও শর্ত ছিল না--হাইকোর্টের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে ব্রিজ মোহন লাল মামলাটি ভাইভা কণ্ঠে যোগ্যতার নম্বর উল্লেখ করে না এবং আরও উল্লেখ করে যে বিজ্ঞাপন অনুসারে বা নিয়ম অনুসারে ভাইভা ভোসে পরীক্ষায় ন্যূনতম যোগ্যতা অর্জনের জন্য কোনও শর্ত ছিল না--আপীলে, স্থির হয়ঃ ব্রিজমোহন লাল মামলা ভাইভা ভয়েসের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতার চিহ্ন নির্ধারণ করে না--তবে, এটি লিখিত পরীক্ষা এবং সাক্ষাত্কারের জন্য সমষ্টিগতভাবে যোগ্যতার নম্বর নির্ধারণ করেছে--যতদূর নিয়মের কথা বলা যায়, শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষার জন্য ন্যূনতম যোগ্যতার নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে--নিয়মের সঙ্গে রায়ের সম্মিলিত এবং ক্রমবর্ধমান প্রভাব হল লিখিত পরীক্ষার জন্য ন্যূনতম যোগ্যতার নম্বর প্রয়োজন ছিল এবং সাক্ষাৎকারের জন্য কোনও ন্যূনতম যোগ্যতার নম্বরের প্রয়োজন ছিল না, তবে লিখিত পরীক্ষা এবং সাক্ষাৎকারের জন্য সমন্বিত যোগ্যতার নম্বরের প্রয়োজন ছিল, যা সাধারণ প্রার্থীদের জন্য ৪০ শতাংশ এবং এসসি/এসটি/ওবিসি প্রার্থীদের জন্য ৩৫ শতাংশ ছিল--তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে,

সমস্ত উত্তরদাতারা লিখিত পরীক্ষায় যোগ্যতা অর্জন করেছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই যোগ্যতার সামগ্রিক/সুসংহত শতাংশ নম্বর অর্জন করেননি--এইভাবে, উত্তরদাতারা ব্রিজমোহন লাল মামলার বাধ্যতামূলকভাবে একত্রিত যোগ্যতা চিহ্ন (অর্থাৎ, লিখিত সঙ্গে সাক্ষাত্কারে উভয়ই) সুরক্ষিত করেননি--পরিষেবা আইন--অ্যাডহক নিয়োগের জন্য অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য উচ্চ বিচার বিভাগীয় পরিষেবা বিশেষ নিয়ম, ২০০১।

সুপ্রিম কোর্ট-নির্দেশাবলি--অন্ধ্র প্রদেশ বিচারিক সেবা বিধিমালা, ২০০৭--নিয়মিত ভিত্তিতে অ্যাডহক বিচারকদের অধিগ্রহণ--ব্রিজ মোহন লাল মামলায় সুপ্রিম কোর্ট নিয়মিতভাবে অ্যাডহক বিচারকদের অন্তর্ভুক্তির পদ্ধতি ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে--তদনুসারে, আপিল-হাইকোর্ট পরীক্ষার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করে এবং যোগ্যতা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করে এবং সাক্ষাৎকারও পরিচালনা করে--চারজন উত্তরদাতাকে নিয়মিত ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য যোগ্য বলে মনে করা হয়নি--স্থির হয়ঃ সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে উত্তরদাতারা যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি--তবে, প্রার্থীদের নম্বর বিবেচনা করে, দুইজন পরীক্ষার্থী ১০০টির প্রয়োজনীয় নম্বরের বিপরীতে ৯৯.৭ এবং ৯৯.৩ নম্বর পেয়েছে--তাদের নম্বর ১০০-এ বৃত্তাকার করা হয়, এই বিবেচনা করে যে তারা বেশ কয়েক বছর ধরে অ্যাডহক বিচারক হিসাবে কাজ করছিলেন এবং এটি কেবলমাত্র নিয়মিত পরীক্ষার জন্য যোগ্যতা অর্জনের একটি ন্যূনতম উদ্দেশ্য ছিল--অতএব, এই দুই প্রার্থী/উত্তরদাতাকে যোগ্য বলে গণ্য করতে হবে--অন্য দুটি প্রার্থীর ক্ষেত্রে, তারা লিখিত পরীক্ষায় ৪০%/৩৫% নম্বর অর্জন করেছিল যদিও তারা প্রয়োজনীয় মোট নম্বরগুলি অর্জন করতে সক্ষম হয়নি--যাইহোক, তাদের উল্লেখযোগ্য বছরের চাকরির কথা বিবেচনা করে এবং তাদের মধ্যে একজন এসসি বিভাগের অন্তর্গত, যাদের নিয়ম অনুযায়ী লিখিত পরীক্ষায় ন্যূনতম ৩০% যোগ্যতা অর্জন করার কথা--এইভাবে, ব্রিজমোহন লাল মামলার আদেশ অনুসারে তাদের লিখিত পরীক্ষা এবং ভাইভা ভোটে উপস্থিত হওয়ার আরও একটি সুযোগ দেওয়া হয়েছে--সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে ক্ষমতা প্রয়োগে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে--পরিষেবা আইন--ভারতীয় সংবিধান--অনুচ্ছেদ ১৪২--অ্যাডহক নিয়োগের জন্য অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য উচ্চ বিচার বিভাগীয় পরিষেবা বিশেষ বিধি, ২০০১।

আপিল নিষ্পত্তি করে আদালত

বলেছে ঃ ১) এই আদালতের অভিমত হল যে ব্রিজমোহন লালের মামলার রায় ভাইভা ভয়েসের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতার চিহ্ন নির্ধারণ করে না।

তবে, এটি সামগ্রিকভাবে যোগ্যতার নম্বর নির্ধারণ করে যেমন, লিখিত পরীক্ষা এবং সাক্ষাত্কার উভয়ের জন্যই।[অনুচ্ছেদ ১৭][৪২২ – সি]

২) যেহেতু আদালত আরও নির্দেশ দিয়েছিল যে উচ্চ বিচার বিভাগীয় পরিষেবাগুলিতে সরাসরি নিয়োগের জন্য রাজ্য কর্তৃক প্রণীত প্রাসঙ্গিক বিধি অনুসারে পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হবে, তাই এই নিয়মগুলি আদালত কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি দ্বারা পরিবর্তিত হওয়া ব্যতীত অনুসরণ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, যদিও নিয়মের ৬ নং বিধি লিখিত পরীক্ষায় এসসি এবং এসটি বিভাগের জন্য ৩০ শতাংশ যোগ্যতা নম্বর নির্ধারণ করে। সুতরাং, প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষায় এই জাতীয় যোগ্যতা নম্বর অর্জন করতে হবে। একই সাথে তাদের ব্রিজ মোহন লালের ক্ষেত্রে নির্ধারিত হিসাবে একীভূত যোগ্যতা নম্বর (অর্থাৎ লিখিত সঙ্গে সাক্ষাৎকার উভয়ই) সুরক্ষিত করার জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। [অনুচ্ছেদ ১৮][৪২২ –ডি – ই]

৩) লিখিত পরীক্ষা এবং সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতার নম্বরের উপর জোর দেওয়া যেতে পারে, যদি বিধিগুলিতে এই বিষয়ে কোনও শর্ত থাকে, যেহেতু এই বিষয়ে রায়ে কোনও নির্দেশনা ছিল না। আরও, যতদূর নিয়ম সম্পর্কিত, কেবল লিখিত পরীক্ষার জন্য ন্যূনতম যোগ্যতার নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। নিয়মগুলির সাথে রায়ের একটি সম্মিলিত এবং ক্রমবর্ধমান প্রভাব নিম্নরূপ হবেঃ (ক) সাধারণ প্রার্থী এবং এসসি/এসটি/ওবিসি প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার জন্য যথাক্রমে ন্যূনতম যোগ্যতার নম্বর প্রয়োজন হয়; (খ) সাক্ষাৎকারের জন্য কোনও ন্যূনতম যোগ্যতার নম্বর প্রয়োজন হয় না। তবে, লিখিত পরীক্ষা এবং সাক্ষাৎকারের জন্য সমন্বিত যোগ্যতার নম্বর প্রয়োজন যা সাধারণ প্রার্থীদের জন্য ৪০ শতাংশ এবং এসসি/এসটি/ওবিসি প্রার্থীদের জন্য ৩৫ শতাংশ।[অনুচ্ছেদ ১৯][৪২২-এফ- এইছ ; ৪২৩ – এ]

৪) তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, সমস্ত উত্তরদাতারা লিখিত পরীক্ষায় যোগ্যতা অর্জন করেছেন। একই সময়ে, তাদের মধ্যে কেউই যোগ্যতার সামগ্রিক/সুসংহত শতাংশ নম্বর অর্জন করতে পারেননি। যতদূর পর্যন্ত উত্তরদাতাদের দ্বারা যোগ্যতার সুসংহত নম্বর সুরক্ষিত না করার বিষয়টি সম্পর্কিত, যদিও হাইকোর্ট এই বিষয়টি উল্লেখ করেছে তবে এই দিকটি মোটেও স্পর্শ করেনি। এটি কেবল ভিভা ভয়েস পরীক্ষায় ন্যূনতম যোগ্যতার নম্বরের প্রয়োজনীয়তার দিকটি নিয়ে আলোচনা করেছে।[অনুচ্ছেদ ২০][৪২৩- বি]

৫) এইভাবে, এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় যেখানে এই আদালতের রায় অনুযায়ী উত্তরদাতারা যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। তবে, উত্তরদাতাদের দ্বারা প্রাপ্ত নম্বরগুলির একটি নিবিড় যাচাই-বাছাই থেকে জানা যায় যে দুই প্রার্থী, ১০০-এর প্রয়োজনীয় নম্বরের বিপরীতে ৯৯.৭ এবং ৯৯.৩ নম্বর পেয়েছেন। তাদের নম্বর ১০০-এ পরিণত করা হয়, এই বিবেচনা করে যে তারা বছরের পর বছর ধরে অ্যাড-হক বিচারক হিসাবে কাজ করছেন এবং এটি নিয়মিতকরণের উদ্দেশ্যে কেবল একটি যোগ্যতা পরীক্ষা ছিল। অতএব, এই দুই প্রার্থী/উত্তরদাতাদের লিখিত পরীক্ষা এবং সাক্ষাৎকারের যোগ্য হিসাবে বিবেচনা করতে হবে যখন তাদের নম্বর একত্রিত করা হয়।

৬) নিঃসন্দেহে, অন্য দুই প্রার্থী ৪০ শতাংশ/৩৫ শতাংশ সমষ্টিগত নম্বর অর্জন করতে পারেননি এবং তাই তাঁদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (লিখিত পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের সমন্বয়ে) হিসাবে গণ্য করা যায় না। তবে, এই সময়ের মধ্যে তাঁদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চাকরির বছর রয়েছে। উপরন্তু, লিখিত পরীক্ষায় তাঁরা ৪০ শতাংশ/৩৫ শতাংশ নম্বর অর্জন করতে পেরেছিলেন, যদিও সমষ্টিগত নম্বর অর্জনের ক্ষেত্রে তাঁরা এই লক্ষ্য থেকে পিছিয়ে ছিলেন। এটিও উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রার্থীদের মধ্যে একজন তফসিলি জাতি বিভাগের অন্তর্গত এবং নিয়ম অনুসারে এসসি/এসটি বিভাগের ব্যক্তিদের লিখিত পরীক্ষায় ন্যূনতম ৩০ শতাংশ যোগ্যতা অর্জন করার কথা রয়েছে। আর এই পরিস্থিতিতে, লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য তাদের আরও একটি সুযোগ দেওয়া আরও উপযুক্ত হবে এবং মৌখিক মৌখিক পরীক্ষা, যা ব্রিজ মোহন লালের মামলার ম্যান্ডেট অনুসারে হাইকোর্ট দ্বারা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। অতএব, এই নির্দেশটি উপরোক্ত ন্যায়সঙ্গত বিবেচনার কথা মাথায় রেখে দেওয়া হয়েছে, এবং সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে আমাদের ক্ষমতা প্রয়োগের কথা মনে রেখে।[অনুচ্ছেদ ২২][৪২৩-এফ-এইচ; ৪২৪-এ]

ব্রিজ মোহন লাল বনাম ভারত ইউনিয়ন ও অন্যান্যরা (২০১২) ৬ এস. সি. সি ৫০২: [২০১২] ৫ এস. সি. আর ৩০৫-এর উপর নির্ভরশীল।

উমেশ চন্দ্র শুক্লা বনাম ভারত সরকার ও অন্যান্যরা (১৯৮৫) ৩ এস. সি. সি. ৭২১: [১৯৮৫] ২ এসইউপিপিএল এস.সি.আর. ৩৬৭; এ. এ. ক্যালটন বনাম শিক্ষা পরিচালক ও আরেকজন (১৯৮৩) ৩ এস. সি. সি ৩৩; কে. মঞ্জুশ্রী বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য ও আরেকজন (২০০৮) ৩ এস. সি. সি ৫১২: [২০০৮] ২ এস. সি. আর ১০২৫; বিহার রাজ্য ও অন্যান্যরা বনাম মিথিলেশ কুমার (২০১০) ১৩ এস. সি. সি ৪৬৭:

[২০১০] ১০ এস.সি.আর ১৬১; অরুণাচল প্রদেশ পাবলিক আই সার্ভিস কমিশন এবং আনার বনাম টেগ হাবুং ও অন্যান্য, (২০১৩) ৭ এস. সি. সি ৭৩৭: [২০১৩] ২ এস. সি. আর ১১৩৪-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা রেফারেন্স

[২০১২] ৫ এস.সি.আর. ৩০৫ অনুচ্ছেদ ২	নির্ভর করা হয়েছে
[১৯৮৫] ২ এসইউপিপিএল এস.সি.আর. ৩৬৭ অনুচ্ছেদ ১৩	উল্লেখ করা হয়েছে
(১৯৮৩) ৩ এস.সি.সি. ৩৩ অনুচ্ছেদ ১৩	উল্লেখ করা হয়েছে
[২০০৮] ২ এস.সি.আর. ১০২৫ অনুচ্ছেদ ১৩	উল্লেখ করা হয়েছে
[২০১০] ১০ এস.সি.আর. ১৬১ অনুচ্ছেদ ১৩	উল্লেখ করা হয়েছে
[২০১৩] ২ এস.সি.আর. ১১৩৪ অনুচ্ছেদ ১৩	উল্লেখ করা হয়েছে

দেওয়ানী আপীল এখতিয়ারঃ দেওয়ানী আপিল নম্বর ২০১৯-এর ৭৩-৭৪।

হায়দ্রাবাদের হাইকোর্টের ২৫.০৩.২০১৫ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে, তেলেঙ্গানা রাজ্য এবং অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্যের জন্য ২০১৪ সালের ৩৮২৫২ নম্বর এবং ২০১৩ সালের ৩৮৬৮৭ নম্বর রিট পিটিশনে।

ভি. ভি. এস. রাও, প্রবীণ আইনজীবী, সুধাংশু এস. চৌধুরী, সুশ্রী সুরভী গুলেরিয়া, সাদিনেনি রবি কুমার, গুন্টুর প্রভাকর, সুশ্রী প্রেমা সিং, মৃত্যুঞ্জয় সিং (এস উদয় কুমার সাগরের জন্য) মোহিত পল, গৌতম পোলাঙ্কি, ওবিরুপ ঘোষ, উপস্থিত দলগুলির জন্য আইনজীবীরা।

আদালতের রায়টি দিয়েছেন

বিচারপতি, এ. কে. সিক্রি। এই আপিলগুলিতে, হায়দ্রাবাদের হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা গৃহীত ২৫শে মার্চ, ২০১৫ তারিখের রায়কে বিরোধ করা হয়েছে, যেখানে উত্তরদাতাদের দ্বারা দায়ের করা দুটি রিট পিটিশন অনুমোদিত হয়েছে। সব মিলিয়ে, চারজন ব্যক্তি রয়েছেন যারা এই দুটি রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন এবং যারা পূর্ববর্তী অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্যে (বর্তমানে অন্ধ্র প্রদেশ ও তেলেঙ্গানা রাজ্য) অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক হিসাবে অ্যাডহক ফাস্ট ট্র্যাক আদালতের জেলা বিচারক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন।

২) এই জাতীয় অ্যাডহক বিচারকদের নিয়োগের বিষয়টি এই আদালতে ব্রিজ মোহন লাল বনাম ভারত ইউনিয়ন ও অন্যান্যরা[১] মামলায় বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়েছিল, যার মাধ্যমে এই আদালত এই ধরনের বিচারকদের নিয়মিতভাবে আত্তীকরণের জন্য গৃহীত পদ্ধতি এবং পদ্ধতি নির্ধারণ করেছে।

১) (২০১২) ৬ এসসিসি ৫০২।

এর মধ্যে যোগ্যতা পরীক্ষার পাশাপাশি মৌখিক মৌখিক পরীক্ষাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই নির্দেশাবলী অনুসরণ করে, এখানে আপিলকারী, যথা, হাইকোর্ট যোগ্যতা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করে এবং সাক্ষাৎকারও পরিচালনা করে। এই চার ব্যক্তিকে (এরপরে 'উত্তরদাতা' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) নিয়মিত ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য যোগ্য বলে মনে করা হয়নি। আপিলকারীর সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ বোধ করে উত্তরদাতারা উপরোক্ত দুটি রিট পিটিশনে এটিকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যা নিম্নলিখিত শর্তে অনুমোদিত হয়েছেঃ

> "৩১) উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা মনে করি যে আবেদনকারী এবং তাদের প্রত্যেকে লিখিত এবং মৌখিকভাবে ন্যূনতম যোগ্যতার নম্বর বা সামগ্রিক যোগ্যতার নম্বর না পাওয়ার জন্য অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য নয় বলে ঘোষণা করে নির্বাচন কমিটির সিদ্ধান্ত অবৈধ এবং স্বেচ্ছাচারী। অতএব, আমরা উত্তরদাতাদের আবেদনকারীদের এবং তাদের প্রত্যেককে নিয়োগ করার নির্দেশ দিচ্ছি কারণ তারা লিখিত পরীক্ষায় যোগ্যতা অর্জন করেছে এবং মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এই নিয়োগ এই আদেশের যোগাযোগের তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে করা হবে, আইনের অধীনে প্রয়োজনীয় অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলা সাপেক্ষে।

৩) বিতর্কের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য এখন লক্ষ্য করা যেতে পারেঃ

দ্রুত ট্র্যাক আদালত প্রতিষ্ঠা ও কার্যকারিতার দিকটি নিয়ে ব্রিজ মোহন লালের মামলায় এই আদালতের নির্দেশ অনুসারে, অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য জুড়ে বেশ কয়েকটি দ্রুত ট্র্যাক আদালত তৈরি করেছে। এই ধরনের দ্রুত ট্র্যাক আদালত প্রতিষ্ঠার পরে, অন্ধ্র প্রদেশ সরকার ২০০৩ সালের ৬ই অক্টোবর তারিখে আদেশ জারি করে যাতে জি ও এম এস নং ১৭৯৮ দ্রুত ট্র্যাক আদালতগুলির সভাপতিত্ব করার জন্য অ্যাড-হক ভিত্তিতে (অ্যাডহক নিয়োগের জন্য অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য উচ্চ বিচার বিভাগীয় পরিষেবা বিশেষ বিধি ২০০১ এর নিয়ম অনুসারে) বার থেকে ২০ জন আইনজীবী (১৯ জন আইনজীবী এবং ১ জন এ. পি. পি) নিয়োগ করা হয়। তাদের নিয়োগের তারিখ থেকে, উত্তরদাতারা এবং অনুরূপ অবস্থানে থাকা ব্যক্তিরা (সারা দেশে) স্থায়ীভাবে জেলা ও দায়রা জজ (প্রবেশ স্তর) পদে অন্তর্ভুক্তির দাবি করছিলেন। শেষ পর্যন্ত, ব্রিজ মোহন লালের মামলায় এই আদালত সমস্ত রাজ্যকে নির্দেশ দেয় অ্যাড-হক ফাস্ট ট্র্যাক আদালতের জেলা বিচারকদের জন্য লিখিত পরীক্ষা করার জন্য, যাঁরা সরাসরি বার থেকে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং ফাস্ট ট্র্যাক আদালতের সভাপতিত্ব/সভাপতিত্ব করেছিলেন, এবং সেই কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্তির জন্য নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য। পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে এই আদালতটি রাজ্য বিচার বিভাগীয় পরিষেবায় অ্যাড-হক ফাস্ট ট্র্যাক জেলা বিচারকদের যে মোড এবং পদ্ধতিতে নিযুক্ত করা হবে তাও নির্দিষ্ট করেছে।

সংক্ষেপে, প্রাসঙ্গিক নির্দেশাবলী সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারেঃ

(ক) লিখিত পরীক্ষা ১৫০ নম্বরের জন্য হতে হবে।

(খ) সাক্ষাৎকার ১০০ নম্বরের জন্য হতে হবে।

(গ) লিখিত পরীক্ষায় যোগ্যতার নম্বর সাধারণ প্রার্থীদের জন্য মোট ৪০ শতাংশ এবং এসসি/এসটি/ওবিসি প্রার্থীদের জন্য ৩৫ শতাংশ হবে।

(ঘ) নিয়োগপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি এফ. টি. সি-তে প্রতি বছর এক নম্বর চাকরির অধিকারী হবেন, যা সাক্ষাৎকারের চিহ্নের অংশ হবে।

৪) উপরোক্ত নির্দেশ অনুসরণ করে, হাইকোর্ট ৯ই আগস্ট, ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকে জেলা বিচারকদের ক্যাডারে নিয়োগের জন্য গঠিত বিচারকদের কমিটির সামনে বিষয়টি পেশ করে এবং কমিটি অতিরিক্ত জেলা বিচারকদের নিয়মিত ক্যাডারে অন্তর্ভুক্তির জন্য কর্মরত/প্রাক্তন অ্যাডহক ফাস্ট ট্র্যাক আদালতের জেলা বিচারকদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং জেলা বিচারক পদের জন্য লিখিত পরীক্ষা পরিচালনার সময় যে পাঠ্যক্রম দেওয়া হয়েছিল তার সাথে একটি লিখিত পরীক্ষা পরিচালনা করার এবং ১৩ অগাস্ট, ২০১২-এ অন্ধ্র প্রদেশ হাইকোর্টের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তিটি স্থাপন করার জন্য কর্মরত/প্রাক্তন অ্যাডহক ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের জেলা বিচারকদের কাছ থেকে আবেদন করার জন্য আবেদনগুলি প্রাপ্তির শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট, ২০১২ নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে, রাজ্যে বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের নিয়োগের জন্য অন্ধ্রপ্রদেশ বিচার বিভাগীয় পরিষেবা বিধিমালা, ২০০৭ (এরপরে 'বিধি' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) কার্যকর করা হয়েছিল। ১৯ জন অ্যাডহক ফাস্ট ট্র্যাক আদালতের জেলা বিচারক তাঁদের আবেদন জমা দিয়েছিলেন। হাইকোর্ট পরীক্ষার পদ্ধতি তৈরি করেছিল যার মধ্যে ৫০ নম্বরের জন্য একাধিক পছন্দের পেপার-১ উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্ন (প্রতি প্রশ্নের এক নম্বরের হারে ৫০ টি প্রশ্ন) এবং ১০০ নম্বরের জন্য পেপার-২ উদ্দেশ্যমূলক বা আখ্যান (প্রতি প্রশ্নের ৫ টি প্রশ্ন, ২০ নম্বর) (দুটি কাগজের মোট সময়কাল-তিন ঘন্টা) এবং ১০০ নম্বরের জন্য ভাইভা ভয়েস ছিল। এটিও নির্দিষ্ট করা হয়েছিল যে লিখিত পরীক্ষায় সাধারণ প্রার্থীদের জন্য ন্যূনতম ৪০ শতাংশ এবং এসসি/এসটি/বিসি প্রার্থীদের জন্য ৩৫ শতাংশ যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। একইভাবে, অ্যাডহক ফাস্ট ট্র্যাক আদালত জেলা বিচারক হিসাবে চাকরির সম্পূর্ণ বছর সম্পর্কিত নম্বর সমস্ত প্রার্থীকে দিতে হবে।

৫) লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে। তারপর উত্তরপত্রগুলি মূল্যায়ন করা হয়।

যোগ্য প্রার্থীদের মৌখিক সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য, ২৭ নভেম্বর, ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বিচারক কমিটির সামনে বিষয়টি উত্থাপন করা হয়। কমিটি জানতে পারে যে, উনিশ জন প্রার্থীর মধ্যে সতেরো জন মৌখিক সাক্ষাৎকারের জন্য যোগ্য ছিলেন এবং তাদের সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হবে। তদনুসারে, সতেরো জন প্রার্থীকে মৌখিক সাক্ষাৎকারের জন্য কল লেটার পাঠানো হয়েছিল। রিট পিটিশন দাখিলের মাধ্যমে প্রাপ্ত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আরও দু 'জন প্রার্থীকে মৌখিক সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ১৯ জন প্রার্থীর সাক্ষাৎকার শেষ হওয়ার পরে, একটি মেধা তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং তা কমিটির সামনে রাখা হয়েছিল। এই বিষয়টি বিবেচনা করার পর কমিটি জানতে পারে যে ১২ জন প্রার্থী নিয়মিত অতিরিক্ত জেলা বিচারক হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য ছিলেন। তারপর থেকে তাদের নিয়মিত করা হয়েছে।

৬) হাইকোর্টের মতে, চারজন উত্তরদাতা সহ অন্য সাতজন প্রার্থী প্রয়োজনীয় শতাংশ নম্বর পাননি। যতদূর পর্যন্ত চারজন উত্তরদাতা সম্পর্কিত, যারা রিট পিটিশন দাখিল করেছেন, তাদের দ্বারা প্রাপ্ত নম্বর এখানে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

ক্রমিক নং	নিবন্ধিত নম্বর	প্রার্থীর নাম	শ্রেণী/বিভাগ	২৫০ এর মধ্যে শতকরা মার্ক পেতে হবে	২৫০ এর মধ্যে সুরক্ষিত মার্কস ((লিখিত + ভিভা ভয়েস)
১	১০৮		ওসি	১০০	৯৯.৭ (৬৭.৫ + ৩২.২)
২	১১১		ওসি	১০০	৯৯.৩ (৬০.৫ + ৩৮.৮)
৩	১০৩		বিসি-এ	৮৭.৫	৮১ (৫৩ + ২৮)
৪	১০৪		ওসি	১০০	৮৯ (৬৩ + ২৬)

৭) বিতর্কিত রায়ের মাধ্যমে, এই রিট পিটিশনগুলি হাইকোর্ট দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।

৮) এই মুহূর্তে, আমরা চারজন উত্তরদাতাকে স্বস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের সাথে বিবেচনা করা কারণগুলি লক্ষ্য করতে চাই। উচ্চ আদালত উপরে উল্লিখিত লিখিত পরীক্ষার পাশাপাশি মৌখিক সাক্ষাত্কারে এই চারজন উত্তরদাতাদের দ্বারা প্রাপ্ত নম্বরের বিষয়টি নোট করেছে। সেই ভিত্তিতে, হাইকোর্ট নিজেই পর্যবেক্ষণ করেছে যে সাধারণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ যোগ্যতা নম্বর ১০০ হবে এবং সংরক্ষিত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এটি ৮৭.৫ হবে। লিখিত পরীক্ষার ক্ষেত্রে, চারজন প্রার্থীই ন্যূনতম যোগ্যতা অর্জন করেছে।

তবে, তাদের মধ্যে কেউই ভিভা ভয়েসে ৪০ শতাংশ/৩৫ শতাংশ নম্বর পায়নি। উপরন্তু, তাদের মধ্যে কেউই যৌথ লিখিত পরীক্ষা এবং ভিভা ভয়েস পরীক্ষায় ৪০ শতাংশ/৩৫ শতাংশ নম্বর পায়নি। সুনির্দিষ্টভাবে এটি বিবেচনা অঞ্চল থেকে উত্তরদাতাদের বাদ দেওয়ার কারণ ছিল কারণ তারা ভিভা ভয়েস পরীক্ষায় যোগ্যতার নম্বর এবং ৪০ শতাংশ/৩.৫ শতাংশ মোট যোগ্যতার নম্বর অর্জন করতে পারেনি। আবেদনকারীর এই দৃষ্টিভঙ্গিকে এই ভিত্তিতে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে বিজ্ঞাপনে এমন কোনও নিয়ম প্রকাশিত হয়নি যা পরে একতরফাভাবে নির্ধারিত হয়েছিল। উপরন্তু, এটি নিয়মের অবমাননা ছিল কারণ এই নিয়মগুলি ভিভা ভয়েস পরীক্ষায় ন্যূনতম যোগ্যতার নম্বর সুরক্ষিত করার শর্ত দেয় না। অন্যদিকে, আপিলকারী সেই বাছাই প্রক্রিয়ার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যেখানে উত্তরদাতারা বাদ পড়েছিলেন, এই বক্তব্যের সাথে যে ব্রিজ মোহন লালের মামলায় এই আদালতের রায় অনুসারে এই প্রক্রিয়াটি কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল।

৯) হাইকোর্ট উত্তরদাতাদের জমা দেওয়া আবেদন গ্রহণ করেছে। এটি পর্যবেক্ষণ করেছে যে তাদের প্রত্যেকে বিজ্ঞাপনে দেওয়া শর্ত অনুসারে ন্যূনতম যোগ্যতা নম্বর অর্জন করে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, যা বিধি অনুসারেও ছিল। বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে, এতে নিম্নলিখিত শর্ত যুক্ত করা হয়েছিলঃ

ভিভা ভয়েস (সাক্ষাৎকার)	. .	১০০ নম্বর
ন্যূনতম যোগ্যতা চিহ্ন সুরক্ষিত করা	. .	লিখিত পরীক্ষায় যোগ্যতার নম্বর সাধারণ প্রার্থীদের জন্য মোট ৪০% এবং এসসি/এসটি/বিসি প্রার্থীদের জন্য ৩৫% হতে হবে। নিয়োগপ্রাপ্তদের প্রত্যেকে প্রতি বছর একটি মার্ক পাওয়ার অধিকারী হবে এফটিসি-তে পরিষেবা, যা ইন্টারভিউ মার্কের অংশ হবে

১০) বিধি ৬-এ পরীক্ষার প্রাসঙ্গিক অংশ পরিচালনার জন্য পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে যার ১ গুলি নিম্নরূপঃ

"৬) পরীক্ষা পরিচালনার পদ্ধতিঃ (১) হাই কোর্ট সময়ে সময়ে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে নিযুক্ত হতে যাওয়া জেলা বিচারকদের শ্রেণির জন্য শূন্যপদের সংখ্যা বিজ্ঞপ্তি দেবে এবং এতে প্রার্থীর যোগ্যতার মানদণ্ড, পাঠ্যক্রম, লিখিত পরীক্ষার জন্য বরাদ্দ নম্বর, প্রার্থীর দ্বারা অর্জনযোগ্য যোগ্যতা নম্বর, মৌখিক পরীক্ষার জন্য বরাদ্দ নম্বর এবং প্রার্থীর তাতে অর্জনযোগ্য সর্বনিম্ন নম্বর উল্লেখ থাকবে।

তবে শর্ত থাকে যে, আকস্মিকতার কারণে হাইকোর্টের জন্য একটি স্ক্রিনিং পরীক্ষা পরিচালনা করার অনুমতি থাকবে যা লিখিত পরীক্ষা পরিচালনার আগে উদ্দেশ্যমূলক ধরনের হবে এবং তারপরে যথাযথভাবে অবহিত করার পরে 'ভিভা ভয়েস' হবে।

(২) যদিও লিখিত পরীক্ষা ১s-এর অর্থ হল প্রার্থীর একাডেমিক জ্ঞান পরীক্ষা করা, ভিভা ভয়েস হল তার যোগাযোগ দক্ষতা পরীক্ষা করা; তার কৌশল; সাক্ষীদের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পরিস্থিতি প্রশমিত করার ক্ষমতা এবং দীর্ঘ অপ্রাসঙ্গিক সি যুক্তি এবং তার মতো; এবং তার সাধারণ জ্ঞান।

(৩) ...

(৪) লিখিত পরীক্ষায় অপরিবর্তনীয়ভাবে ৮০ নম্বর থাকবে যা ভিভা ভয়েসকে বাকি ২০ নম্বরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবে।

শর্ত থাকে যে, লিখিত পরীক্ষায় প্রার্থী ও. সি বিভাগের জন্য ন্যূনতম ৪০ শতাংশ, বি. সি বিভাগের জন্য ৩৫ শতাংশ এবং এস. সি ও এস. টি বিভাগের জন্য ৩০ শতাংশ যোগ্যতা অর্জন করবেন (১৬ই নভেম্বর, ২০১১ তারিখের জি.ও.এমএস.নং ১৩২ দ্বারা সংশোধিত)।

(৫) ..

(৬) ..

(৭) ..

(৮) ..

(৯) ..

(১০) .."

১১) হাইকোর্ট, বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত শর্তাবলীর উপর ভিত্তি করে পাশাপাশি বিধিতে উল্লেখ করেছেন যে বিজ্ঞাপন অনুসারে বা বিধি অনুসারে ভাইভা ভোস পরীক্ষায় ন্যূনতম যোগ্যতা অর্জনের কোনও শর্ত নেই। ব্রিজমোহন লালের মামলার রায়ের ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিল যে এটি প্রাণবন্ত কণ্ঠে যোগ্যতার চিহ্নগুলি উল্লেখ করে না এবং এটিও স্পষ্ট করে যে উচ্চ বিচার বিভাগীয় পরিষেবাগুলিতে সরাসরি নিয়োগের জন্য রাজ্য কর্তৃক প্রণীত প্রাসঙ্গিক বিধি অনুসারে পরীক্ষা এবং সাক্ষাত্কার অনুষ্ঠিত হবে। এর ভিত্তিতে, হাইকোর্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে:

"২০) সুপ্রিম কোর্টের উপরের ঘোষণাটি পড়ার সময়/নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, আমরা মনে করি নিম্নলিখিত পদ্ধতিটি ন্যায্য হত, কারণ উক্ত রায়টি উপেক্ষা করেনি, বরং প্রাসঙ্গিক নিয়মগুলি গ্রহণ করেছেঃ-

(i) লিখিত পরীক্ষা ১৫০ নম্বরের জন্য হবে।

(ii) ভাইভা ভয়েস ১০০ নম্বরের জন্য হবে।

(iii) প্রার্থীকে লিখিত পরীক্ষায় ন্যূনতম ৪০ শতাংশ যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

(iv) প্রার্থীকে ভিভা ভয়েস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

(v) ভিভা ভয়েস বা সামগ্রিকভাবে যোগ্যতার নম্বর সুরক্ষিত করা প্রয়োজনীয়তা নয়।

২১) অতএব, আমাদের অভিমত হল যে নির্বাচন কমিটির ভিভা ভয়েস পরীক্ষায় ন্যূনতম যোগ্যতার নম্বর বা সেই বিষয়ে ন্যূনতম সামগ্রিক যোগ্যতার নম্বর অর্জনের নিয়ম গ্রহণ করা উচিত ছিল না।

"১২) বিজ্ঞাপন জারি করার পরে মানদণ্ড পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর পদক্ষেপ সম্পর্কে, হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে এটি অনুমোদিত হতে পারে না এবং এই বিষয়ে আলোচনা নিম্নরূপঃ

"২২) উপরন্তু, উমেশ চন্দ্র শুক্লা বনাম ভারত ইউনিয়ন (৩ উপরে) এবং এ. এ. ক্যাল্টন বনাম শিক্ষা অধিকর্তা (২ উপরে) মামলায় সুপ্রিম কোর্টের উপরোক্ত রায়ের উপর নির্ভর করে আবেদনকারীদের পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি যথাযথভাবে যুক্তি দিয়েছিলেন যে, উত্তরদাতারা এবং তাদের প্রত্যেকে বিজ্ঞাপন বা নিয়মে প্রকাশিত নিয়মের বিপরীতে কাজ করতে পারবেন না এবং স্বীকারযোগ্যভাবে, বিজ্ঞাপনটি ভিভা ভয়েস ই পরীক্ষার জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা চিহ্ন বা লিখিত ও ভিভা ভয়েস পরীক্ষায় সামগ্রিক নম্বর নির্ধারণ করে না। যেহেতু আবেদনকারীরা এবং তাদের প্রত্যেকে, বিজ্ঞাপনের পাশাপাশি নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করেছেন এবং বিজ্ঞাপন ও নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করার জন্য একটি স্বার্থান্বেষী অধিকার অর্জন করেছেন।

২৩) এমন নয় যে নিয়মগুলি পরিবর্তন বা পরিবর্তন করা যাবে না, তবে এটি সংবিধিবদ্ধ নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে করতে হবে। যদি তারা অনুমতি না দেয় তবে নির্বাচন কমিটি এটি নির্ধারণ করতে পারে না কারণ এটি অত্যন্ত কার্যকরী হবে।

২৪) উপরন্তু, আমাদের সামনে উপস্থাপিত মূল নথি থেকে আমরা দেখতে পাই যে, মূল্যায়নটি সামগ্রিক এবং মৌখিক পরীক্ষায় ন্যূনতম যোগ্যতার নম্বরের ভিত্তিতে করা হয়েছিল এবং এটি প্রদর্শিত হয় না যে উপরোক্ত নিয়মগুলি কখনও প্রকাশিত হয়েছিল।"

১৩) এর সমর্থনে হাইকোর্ট বিভিন্ন রায়ের কথা উল্লেখ করেছ।[২]

১৪) আমরা শুরুতে উল্লেখ করতে পারি যে, বিজ্ঞাপনে থাকা শর্তাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট কতটা সঠিক। যদিও, এই ধরনের শর্তাবলী পরিবর্তন করা যেতে পারে, তবে তা বিধিবদ্ধ নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে করতে হবে। বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে, ভিভা ভয়েস পরীক্ষায় ন্যূনতম যোগ্যতার নম্বর অর্জনের কোনও উল্লেখ ছিল না। হাইকোর্টও ঠিক বলেছেন যে, নিয়ম ৬-এ সাক্ষাৎকারে ন্যূনতম যোগ্যতার নম্বর পাওয়ার কোনও বিধান নেই। একই সময়ে, লিখিত পরীক্ষায় সাধারণ বিভাগের জন্য ৪০ শতাংশ, অনগ্রসর বিভাগের জন্য ৩৫ শতাংশ এবং লিখিত পরীক্ষায় এসসি/এসটি বিভাগের জন্য ৩০ শতাংশ হিসাবে লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষায় যোগ্যতার সামগ্রিক নম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষায় ন্যূনতম যোগ্যতা নম্বর অর্জনের এই প্রয়োজনীয়তা উত্তরদাতাদের দ্বারা পূরণ করা হয়েছিল।

১৫) উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে, একমাত্র প্রশ্নটি দেখা বাকি রয়েছে যে আবেদনকারীর দ্বারা গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি ব্রিজ মোহন আর লালের মামলায় এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল কিনা। নিয়মিত ভিত্তিতে এই ধরনের অ্যাড-হক বিচারকদের নিয়োগের জন্য এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিটি রায়ের অনুচ্ছেদ ২০৭.৯-এ রয়েছে যা নিম্নলিখিত পাঠটি করেঃ

"২০৭.৯) এফ. টি. সি প্রকল্পের অধীনে এফ. টি. সি-র সভাপতিত্ব করার জন্য বার থেকে সরাসরি বিচারক হিসাবে নিযুক্ত হওয়া সমস্ত ব্যক্তি কেবল নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের উচ্চ বিচার বিভাগীয় পরিষেবার নিয়মিত ক্যাডারে নিযুক্ত হওয়ার অধিকারী হবেনঃ

(ক) নিয়মিতকরণের বিকল্প বেছে নেওয়া এফ. টি. সি-তে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তরা অতিরিক্ত জেলা বিচারকদের নিয়মিত ক্যাডারে অন্তর্ভুক্তির জন্য তাদের উপযুক্ততা নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির হাইকোর্ট দ্বারা পরিচালিত একটি লিখিত পরীক্ষা নেবেন।

২) উমেশ চন্দ্র শুক্লা বনাম ভারত ইউনিয়ন ও অন্যান্যরা, (১৯৮৫) ৩ এস. সি. সি ৭২১; এ. এ. ক্যাল্টন বনাম শিক্ষা পরিচালক ও অন্যান্যরা, (১৯৮৩) ৩ এস. সি. সি ৩৩; কে. মঞ্জুশ্রী বনাম অন্ধ্র প্রদেশ ও অন্যান্যরা, (২০০৮) ৩ এস. সি. সি ৫১২; বিহার রাজ্য ও অন্যান্যরা বনাম মিথিলেশ কুমার, (২০১০) ১৩ এস. সি. সি ৪৬৭ এবং অরুণাচল প্রদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং আরেকজন বনাম তাগে হাবুং এবং অন্যান্যরা, (২০১৩) ৭ এস. সি. সি ৭৩৭।

(খ) এরপর, প্রধান বিচারপতি এবং সেই হাইকোর্টের চারজন প্রবীণতম বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত একটি নির্বাচন/কমিটির মাধ্যমে তাঁদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে।

(গ) লিখিত পরীক্ষার জন্য ১৫০ নম্বর এবং সাক্ষাৎকারের জন্য ১০০ নম্বর থাকবে। সাধারণ প্রার্থীদের জন্য যোগ্যতার নম্বর হবে মোট ৪০ শতাংশ এবং এসসি/এসটি/ওবিসি প্রার্থীদের জন্য ৩৫"। উচ্চ বিচার বিভাগীয় পরিষেবায় সরাসরি নিয়োগের জন্য রাজ্যগুলির দ্বারা প্রণীত প্রাসঙ্গিক বিধি অনুসারে পরীক্ষা এবং সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হবে।

(ঘ) নিয়োগপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি এফ. টি 'সি-তে প্রতি বছর এক নম্বর চাকরির অধিকারী হবেন, যা সাক্ষাৎকারের চিহ্নের অংশ হবে।

(ঙ) এটা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে, এই পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টগুলির দ্বারা এই বিষয়টি মাথায় রেখে পরিচালিত হওয়া উচিত যে, এই সমস্ত আবেদনকারী বেশ কয়েক বছর ধরে এফটিসি বিচারক হিসাবে কাজ করেছেন এবং আইন অনুযায়ী ন্যায়বিচার পরিচালনা করে দেশের সেবা করেছেন। অতএব, লিখিত পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের মডিউলটি এই মামলাগুলির অদ্ভুত তথ্য ও পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে তৈরি করা উচিত।

(চ) যে প্রার্থীরা লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পূর্বনির্ধারিত হিসাবে সুসংহত শতাংশ অর্জন করেন তাদের রাজ্যের নিয়মিত ক্যাডারে অতিরিক্ত জেলা বিচারক পদে নিয়োগ করা হবে।

(ছ) যদি, কোনও কারণে, নিয়মিত ক্যাডারে শূন্যপদ পাওয়া যায় না, তবে আমরা এতদ্বারা রাজ্য সরকারগুলিকে নির্বাচিত প্রার্থীদের সংখ্যার কথা মাথায় রেখে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করার নির্দেশ দিচ্ছি।

(জ) বার থেকে সরাসরি নিযুক্ত হওয়া এবং নিয়মিত নিয়োগের জন্য পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার নিতে ইচ্ছুক সমস্ত বর্তমান ও/অথবা প্রাক্তন এফ. টি. সি বিচারকদের বয়সের ছাড় দেওয়া হবে। আবেদনকারীর বয়স নির্ধারিত বয়সের বেশি হওয়ার কারণে কোনও আবেদন খারিজ করা হবে না।

১৬) উপরে বর্ণিত পদ্ধতির উপ-অনুচ্ছেদ (গ) এবং (ছ) এর একটি সংযুক্ত পাঠ স্পষ্টভাবে নিম্নলিখিত কারণগুলি বের করে আনবেঃ

(ক) লিখিত পরীক্ষা ১৫০ নম্বরের জন্য এবং সাক্ষাৎকার ১০০ নম্বরের জন্য হওয়ার কথা ছিল।

(খ) উচ্চ বিচার বিভাগীয় পরিষেবায় সরাসরি নিয়োগের জন্য রাজ্য কর্তৃক প্রণীত প্রাসঙ্গিক বিধি অনুসারে এই ধরনের লিখিত পরীক্ষা এবং সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

(গ) প্রতিটি প্রার্থীকে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

(ঘ) ভাইভা ভয়েসের জন্য কোন যোগ্যতার চিহ্ন নেই।

(ঙ) একই সময়ে, প্রার্থীদের 'পূর্ব-নির্দেশিত হিসাবে সুসংহত শতাংশ' পাওয়ার কথা ছিল, যার অর্থ ৪০ শতাংশ আগ্রিগেট এবং এসসি/এসটি/ওবিসি প্রার্থীদের জন্য ৩৫ শতাংশ। এই ধরনের সংহত শতাংশ মানে ২৫০ নম্বরের মধ্যে যথাক্রমে ৪০ শতাংশ এবং ৩৫ শতাংশ।

১৭) অতএব, আমাদের অভিমত হল যে, এমনকি ব্রিজ মোহন লালের মামলার রায়েও মৌখিক পরীক্ষার জন্য ন্যূনতম যোগ্যতার নম্বর নির্ধারণ করা হয়নি। তবে, এটি লিখিত পরীক্ষা এবং সাক্ষাৎকার উভয়ের জন্য মোট, অর্থাৎ যোগ্যতার নম্বর নির্ধারণ করে।

১৮) যেহেতু আদালত আরও নির্দেশ দিয়েছিল যে উচ্চ বিচার বিভাগীয় পরিষেবাগুলিতে সরাসরি নিয়োগের জন্য রাজ্য কর্তৃক প্রণীত প্রাসঙ্গিক বিধি অনুসারে পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হবে, তাই এই নিয়মগুলি আদালত কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি দ্বারা পরিবর্তিত হওয়া ব্যতীত অনুসরণ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, যদিও নিয়মের ৬ নং বিধি লিখিত পরীক্ষায় এসসি এবং এসটি বিভাগের জন্য ৩০ শতাংশ যোগ্যতা নম্বর নির্ধারণ করে। সুতরাং, প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষায় এই জাতীয় যোগ্যতা নম্বর অর্জন করতে হবে। একই সাথে ব্রিজ মোহন লালের ক্ষেত্রে নির্ধারিত যোগ্যতা নম্বর (অর্থাৎ লিখিত সঙ্গে সাক্ষাৎকার উভয়) সুরক্ষিত করার জন্যও তাদের বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল।

১৯) উপরোক্ত বিষয়গুলি থেকে জানা যায় যে, লিখিত পরীক্ষা এবং সাক্ষাৎকার ১-এর ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতার নম্বরের উপর জোর দেওয়া যেতে পারে যদি নিয়মে এই বিষয়ে কোনও শর্ত থাকে, যেহেতু এই বিষয়ে রায়ে এমন কোনও নির্দেশনা ছিল না। আমরা দেখতে পাই যে, যতদূর পর্যন্ত নিয়মগুলি সম্পর্কিত, ন্যূনতম যোগ্যতার নম্বর শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। নিয়মগুলির সঙ্গে রায়ের একটি সম্মিলিত এবং ক্রমবর্ধমান প্রভাব নিম্নরূপ হবেঃ

(ক) সাধারণ প্রার্থী এবং এসসি/এসটি/ওবিসি প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার জন্য যথাক্রমে ন্যূনতম যোগ্যতার নম্বর প্রয়োজন।

(খ) সাক্ষাৎকারের জন্য কোনও ন্যূনতম যোগ্যতার নম্বরের প্রয়োজন হয় না। যাইহোক, লিখিত পরীক্ষা এবং সাক্ষাত্কারের জন্য সমন্বিত যোগ্যতা নম্বর প্রয়োজন যা সাধারণ প্রার্থীদের জন্য মোট ৪০% এবং এসসি/এসটি/ওবিসি প্রার্থীদের জন্য ৩৫%।

২০) উপরে উল্লিখিত হিসাবে, সমস্ত উত্তরদাতারা লিখিত পরীক্ষায় যোগ্যতার নম্বর অর্জন করেছেন। একই সময়ে, তাদের মধ্যে কেউই যোগ্যতার সামগ্রিক/সুসংহত শতাংশ নম্বর অর্জন করতে পারেননি। যতদূর পর্যন্ত উত্তরদাতাদের দ্বারা যোগ্যতার সুসংহত নম্বরের অনিরাপদতার বিষয়টি সম্পর্কিত, যদিও হাইকোর্ট এই বিষয়টি উল্লেখ করেছে তবে এই দিকটি মোটেও স্পর্শ করেনি। এটি কেবল ভিভা ভয়েস পরীক্ষায় ন্যূনতম যোগ্যতার নম্বরের প্রয়োজনীয়তার দিকটি নিয়ে আলোচনা করেছে।

২১) এইভাবে আমরা এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি যেখানে এই আদালতের রায় অনুযায়ী উত্তরদাতারা যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। তবে, উত্তরদাতাদের দ্বারা প্রাপ্ত নম্বরগুলির একটি নিবিড় যাচাই-বাছাই থেকে জানা যাবে যে দুই প্রার্থী, সুনীতা বুসিরেড্ডি এবং এস সারদা দেবী প্রয়োজনীয় ১০০ নম্বরের বিপরীতে ৯৯.৭ এবং ৯৯.৩ নম্বর পেয়েছেন। যতদূর পর্যন্ত সুনীতা বুসিরেড্ডির কথা, যখন নম্বরগুলি বৃত্তাকার করা হয়, তখন এটিকে ১০০ নম্বর হিসাবে বিবেচনা করতে হয়। যেহেতু, এস সারদা দেবীর নম্বরও মাত্র ০.৭ নম্বর কম, তাঁর নম্বর ১০০-এ না ফেরানোর কোনও কারণ নেই, এই বিষয়টি বিবেচনা করে যে তাঁরা বহু বছর ধরে অ্যাডহক বিচারক হিসাবে কাজ করছেন এবং এই বিষয়টিও বিবেচনা করে যে এটি কেবল নিয়মিতকরণের উদ্দেশ্যে একটি যোগ্যতা পরীক্ষা ছিল। অতএব, এই দুই প্রার্থী/উত্তরদাতাকে লিখিত পরীক্ষা এবং সাক্ষাত্কারে যোগ্য হিসাবে বিবেচনা করতে হবে যখন তাদের নম্বর একত্রিত করা হয়।

২২) সন্দেহ নেই, অন্য দুই প্রার্থী ৪০ শতাংশ/৩৫ শতাংশ আগ্রিগেট নম্বর অর্জন করতে পারেননি এবং তাই, তাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না (লিখিত পরীক্ষা এবং সাক্ষাত্কার সমন্বিত)। যাইহোক, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এই সময়ের মধ্যে তাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আর বছরের চাকরি রয়েছে। উপরন্তু, লিখিত পরীক্ষায় তারা ৪০ শতাংশ/৩৫ শতাংশ নম্বর অর্জন করতে পেরেছিল যদিও সামগ্রিক নম্বর অর্জনের ক্ষেত্রে তারা এই লক্ষ্য থেকে পিছিয়ে পড়েছিল। এটিও উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রার্থীদের মধ্যে একজন তফসিলি জাতি বিভাগের অন্তর্গত এবং নিয়ম অনুসারে এসসি/এসটি বিভাগের ব্যক্তিদের লিখিত পরীক্ষায় ন্যূনতম ৩০ শতাংশ যোগ্যতা অর্জন করার কথা। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য আরও একটি সুযোগ দেওয়া আরও উপযুক্ত হবে, যা ব্রিজ মোহন লালের মামলার ম্যান্ডেট অনুযায়ী হাইকোর্টের দ্বারা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।

এই নির্দেশনা, তাই, পূর্বোক্ত ন্যায়সঙ্গত বিবেচনার কথা মাথায় রেখে এবং সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে আমাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য দেওয়া হয়। হাইকোর্ট আজ থেকে ছয় মাসের মধ্যে এই ধরনের পরীক্ষা করতে পারে এবং এই সময়ের মধ্যে এই দুই ব্যক্তিও চাকরিতে বহাল থাকবেন।

২৩) ফলস্বরূপ, এই আপিলগুলি উপরোক্ত শর্তে নিষ্পত্তি করা হয়।

খরচ হিসাবে কোনও আদেশ নেই।

অঙ্কিত জ্ঞান আপিল নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Xavier Murmu